15 JUN 1990

তারিখ 15 JUN 1990
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

দৈনিক সংবাদ

কৃষকরা ঝাড়-ফুঁকের দিকে ঝুঁকছে

মাদারগঞ্জে শিক্ষকদের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে

জামালপুর, ১১ই জুন (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– মাদারগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সার্ভিস বই পুনরায় তৈরীর জন্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা আদায় করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষক ১০ লাখ টাকা 'ঘুষ' আদায়ের এই তথ্য ফাঁস করে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে এই ঘটনার তদন্ত দাবী জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মাদারগঞ্জ উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্ভিস বই বিনষ্ট হয় গত বছর ১১ই জুন। ওই দিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল ধরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদারগঞ্জে ব্যাপক গোলযোগ হয়। এ বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা উপজেলার সদরে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসসহ উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিকাণ্ডে উপজেলা শিক্ষা অফিসে রক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্ভিস বই সহ অন্যান্য বহু রেকর্ড ভস্মীভূত হয়।

পরবর্তীতে, প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক ১২/৯/৮৯ তারিখে দেয়া এক নির্দেশে (স্মারক নং ৮১৮১– প্রাই, ৬ এম–৩/৮৯) মাদারগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া এ সকল সার্ভিস বই নতুন করে তৈরীর জন্য বলেন। অভিযোগ উঠেছে, তখন থেকেই উপজেলার শিক্ষা অফিস সুনির্দিষ্ট হারে প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কাজ শুরু করে।

মাদারগঞ্জ উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৮ এবং এ সমস্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের সংখ্যা ২৮২। শিক্ষকদের পুড়ে যাওয়া সার্ভিস বই পুনরায় তৈরীর জন্য মহাপরিচালকের উল্লিখিত নির্দেশবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার শ্রেণী অনুসারে শিক্ষকদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করেন– খ ও গ বিভাগ। এই বিভাগ অনুসারে পুড়ে যাওয়া সার্ভিস বই তৈরীর জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে যথাক্রমে ৬০০ ও ২ হাজার টাকা আদায় করা হয় বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। এছাড়াও এল,পি আর রেকর্ড তৈরীর জন্যে ৭ হাজার টাকা পেনশন ও গ্রাচুইটি রেকর্ড বাবদ ৯ হাজার টাকা হারে ফিস নির্দিষ্ট করা হয়। ইনক্রিমেন্ট, মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত রেকর্ড তৈরীর জন্যও আনুপাতিক হারে নজরানার হার ধার্য করা হয় বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

সার্ভিস বই তৈরীর নামে এভাবে ১০ লাখ টাকা আদায়ের ঘটনা সম্পর্কে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়েরকৃত অভিযোগের পাশাপাশি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ইউ, পি চেয়ারম্যান প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে এই কেলেঙ্কারি সম্পর্কে সরজমিন তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

এ সম্পর্কে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে উপর্যুপরি কয়েকদিন উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানানো হয়ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন জানিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন।